শিক্ষার মিলন
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"শিক্ষার মিলন" (১৯২১) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকায় এবং প্রবাসী পত্রিকায়. সবুজপত্রে প্রকাশের কাল ভাদ্র ১৩২৮ (১৯২১), প্রবাসীতে প্রকাশ সময় ১৩২৮-এর আশ্বিন, ইং রাজির ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ। পরে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৮০-১৯৮ পৃষ্ঠায় রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিক্ষার মিলন প্রবন্ধটি প্রসঙ্গে একটি তথ্য এখানে উপস্থাপিত করা যায় — রচনাটি গান্ধিজীর অসহযোগনীতির প্রাসঙ্গিক চিন্তায় লেখা হয়। ১৫ আগস্ট ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ইনস্টিটিউট হলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তারই প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। উল্লেখ করার বিষয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে গৌড়ীয় বিদ্যায়তনে পাঠ করেন তাঁর 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি।

শিক্ষার মিলন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন, সেই সময়ে পৃথিবী জুড়ে পশ্চিমের জয়যাত্রা চলেছিল। বিশ্বকে ভোগ করার অধিকার পশ্চিম পেয়েছিল. তাদের বিশেষ কোন সত্যের কারনে বলে কবি মনে করছেন। কারনটি উল্লেখ করতে গিয়ে কবি লিখেছেন —

"..... পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল 'শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে' তা হলে বলতে হবে ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।"

জন্তুরা মেনে নিয়েছে তারা আহারে বাঁচবে, আঘাতে মরবে। মানুষ তা মানতে চায় না, আসলে মানুষ কর্তৃত্ব করতে চায় বিশ্ব ঘটনার ওপরে। এক সময় জাদুশক্তির সাধনায় যে ভাবে মানুষ নিজের শক্তি দেখিয়েছে, আজ বিজ্ঞানের জোরে একই জোর মানুষ দেখাচ্ছে।

পাশ্চাত্যে যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য নিকেতনের দরজা খুলতে শুরু করলো তখন সে দেখলো চারিদিকে শুধুই নিয়মের কারবার।

ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে মানুষকে এক করতে চেষ্টা করলেও, সেই ঐক্য বরং জাতি সমাজকে জীবনহীন করেছে। আচারের মধ্যে তত্ত্ব ছিল, আত্মা ছিল না।

আর বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান পশ্চিমের অন্তরে বাসা বেঁধেছে লোভ। আর উল্টো দিকে "আত্মিক সাধনার একটা অংশ হচ্ছে জড় বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করে রাখা।

কবি বলেছেন বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ সর্বত্রই পথ খুলে গেছে কিন্তু সত্যের সমত্যাগিতা আজ বদ্ধ করে দেখা দিয়েছে। আজ জাতি একত্রে আছে কিন্তু মিলন নেই।

~~কবি বলেছেন বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ~~

কবি বলেন—"বর্তমান যুগের সাধনায় সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে।"

কবি আরও বলেছেন "স্বজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। সে-সকল রিপু যে সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার পদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গৌরব বুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমরা দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র।"

ফলে আমাদের দেশের বিদ্যায়তনের প্রান্তরকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। বিষয় লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মিটে যায়, সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। .... প্রত্যেক দেশেরই শুধুমাত্র নিজের ভোজন শালায় চলে না, তার অতিথিশালাও চাই, যেখানে সে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করবে। শিক্ষাক্ষেত্রই তার প্রধান অতিথিশালা বলে রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল এই যে ভারতে শিক্ষার যত কিছু সরকারি ব্যবস্থা যে সময় ছিল তার অনেকটা অনা সংশই অন্যের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা।

কবি প্রার্থনা করছেন—"আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরেই সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।"